এস্থলে একটি সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে—সাধক যদি দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা প্রভৃতি সবই ভগবানে সমর্পণ করিলেন, তবে "চিন্তাং কুর্য্যাৎ ন রক্ষায়ৈ" - এই বচন অনুসারে তাহার স্নান-শৌচাদি কৃত্য করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহা কিরূপে সম্ভব হয় ? সেই আশঙ্কা অপনোদনের জন্যই এই সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন—সাধকের এই সমস্ত কৃত্য ভগবৎসেবায় উপযোগী, সুতরাং ইহারা আত্মসমর্পণরূপা ভক্তির বাধক নহে। এই আত্মসমর্পণ শ্রীবলি মহারাজেও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আত্মসমর্পণ ৭।৬।২৫ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের মতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীপ্রহ্লাদ অসুরবালকগণকে কহিলেন -"হে ভ্রাতৃগণ ! তোমরা হয়তো মনে করিতে পার যে—ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গ যদি পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষপ্রয়োজন বস্তু না হয়, তাহা হইলে আচার্য্য ষণ্ড ও অমর্ক আমাদিগকে বেদোক্ত বলিয়া সত্যরূপে উপদেশ করেন কেন ? তাহারই উত্তরে বলিতেছি শুন। ধর্ম্মার্থকাম —এই ত্রিবর্গ এবং ত্রিবর্গ-প্রাপ্তির জন্য ঈক্ষা (আত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (কর্ম্মবিদ্যা), নয়, (তর্ক), দম (দণ্ডনীতি), নিজজীবিকা প্রভৃতি সকল বেদের উপদেশই সত্য তখনই হয়, যখন জীব ভগবচ্চরণারবিন্দে আত্মসমর্পণ করে। ভগবৎচরণে আত্মসমর্পণ বিনা বেদোক্ত সমস্ত সাধনই প্রাণহীন দেহে ভূষণ রচনা করার মত ব্যর্থপ্রয়াস।" শ্রীভগবানের মতেও আত্মসমর্পণপ্রসঙ্গে ১১।১১।৩৪ শ্লোকে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—"মরণধর্ম্মা মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সেই ভক্তের জন্য আমার কিছু করিবার সঙ্কল্প উদয় হয়। তখন সেই ভক্ত আমার পার্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়া মদীয় সমান ঐশ্বর্য্যলাভে যোগ্য হয়।" এই আত্মসমর্পণ দুইপ্রকার ; এক—ভাবশূন্য, যেমন বলি মহারাজের। প্রমাণ শ্রীভগবৎকথিত "মর্ত্ত্যো যদাত্যক্তসমস্তকর্ম্মা" অর্থাৎ এই ভাবশূন্য আত্মসমর্পণের ফল ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি। আর দ্বিতীয় অর্থাৎ ভাবযুক্ত আত্মসমর্পণ ১১।১১।৩৫ শ্লোকে কথিত—"দাস্যেনাত্ম-নিবেদনম্" অর্থাৎ দাস্যাদি কোন ভাবের সহিত আত্মসমর্পণ। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন শ্রীমতি রুক্মিনীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে ১০।৫২।৩৯ শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কান্তাভাবের সহিত আত্মসমর্পণ দেখান হইয়াছে। এস্থলে লৌকিক দৃষ্টান্তেও এইরূপ দেখা যায়—যেমন কোন ব্যক্তি বৈশাখমাসে কোন এক ব্রাহ্মণকে একটি আম্র দান করিল। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ ঐ আম্র লইয়া বিক্রয় করিল, কি অন্য কিছু করিল—তাহার কোন অনুসন্ধান দাতা লইলেন না। আবার অন্য এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে একটি আম্র দিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাকে ঐ ফলটি নিজে খাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ